Shri Shri Durga Puja Fest 2023

40th Year Celebration

Rhein-Main Bengali Cultural Association *e.V.*
Frankfurt am Main

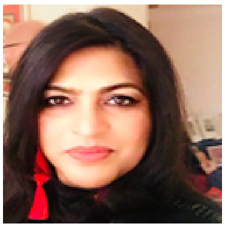

VORWORT

Ich freu mich, dass ich Sie zum 40. Durga-Puja fest begrüßen darf und lade Sie zu den täglichen Puja-Zeremonien und dem kulturellen Programm sehr herzlich ein. Unser Durga-Puja Fest hat im weiten Umkreis einen sehr guten Ruf erlangt. Dazu haben viele Mitglieder durch ihre tatkräftige Mitarbeit und finanzielle Unterstützung beigetragen. Aber auch die Puja-Zeremonien an Laxmi und Saraswati sowie die kulturellen Darbietungen am Tagore-Geburtstag und die Neujahrsfeier finden immer mehr Anklang. Dies war nur mit Ihrer aller Hilfe möglich. Ich bitte Sie daher im Namen des deutsch-indisch-bengalischen Vereins uns weiterhin zu unterstützen, denn unsere finanziellen Mittel sind begrenzt. Wie benötigen Ihre Spenden, die ruhig-wenn möglich-großzügig sein dürfen, um auch künftig Durga-Puja und die anderen Feste so groß und so festlich feiern zu können - fast wie in Indien.

Im Namen des Vereins richte ich meinen Dank auch an die Stadt Frankfurt, an das indische Konsulat, und an die vielen Geschäftsleute, die uns unterstützt haben. Sie gaben uns so die Möglichkeit für vielfältige kulturelle Aktivitäten.

In diesem Jahr stand die Wahl eines neuen Vorstandes an; dieser hat seit April seine Arbeit aufgenommen. Ganz herzlich bedanke ich mich bei den Mitliedern des „alten" Vorstandes für sein hervorragendes Engagement, für das sie viel Zeit und Mühe aufgeopfert haben. Danke auch ihren Familienmitgliedern, die in dieser Zeit manch Ungemach erdulden mussten. Danke sagen möchte ich auch dem Wahlausschuss, der umsichtig dazu beitrug, dass eine entspannte Wahl stattfinden konnte. Ich begrüße die neu gewählten Vorstandsmitglieder und freu mich auf eine gute Zusammenarbeit. An dieser Stelle möchte ich noch einen Appell an die junge Generation richten: Bitte beteiligt Euch tatkräftig an der Vereinsarbeit!

Für dieses Durga-Puja Fest wünsche ich allen viel Freude und ein friedliches Miteinander.

Nandita Chanda

Nandita Chanda

Präsidentin des Vereins

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Durga Puja Fest ist ein traditioneller Bestandteil des jährlichen Festkalenders in Frankfurt am Main. Wie in jedem Herbst organisiert die Rhein Main Bengali Cultural Association e.V. auch in diesem Jahr das Durga Puja Fest in unserer Stadt.

Frankfurt am Main ist eine Metropole im Herzen Europas, eine internationale und moderne Stadt, aber auch eine Stadt der Gegensätze. Auf der einen Seite sehen wir unsere beeindruckende Skyline, die Wirtschaftskraft und eine erlebbare Internationalität. Auf der anderen Seite haben wir unsere Stadtteile mit ihrem jeweils ganz eigenen Charakter. Hier werden Traditionen bewahrt und immer wieder neu mit Leben erfüllt. Dafür steht auch das Durga Puja Fest mit seiner Einzigartigkeit.

In weiten Teilen Indiens findet die Anbetung (Puja) der Göttin Durga statt, sie verkörpert den Sieg des Guten über das Böse. Das Fest dauert fünf Tage. Während dieser Festtage bewegen religiöse Hingabe, sorglose Festlichkeit und reine Freude die Herzen der Menschen. Ein Markenzeichen des Durga Puja Festes ist der gastfreundliche Charakter dieser Feier, zu der Sie ausdrücklich Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religionen einladen und begrüßen. Mit aktiv gelebter Offenheit und Dialogbereitschaft tragen Sie dazu bei, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in unserer international geprägten Stadt weiterhin gestärkt wird. Ihre Veranstaltung ist somit auch ein Symbol für Zusammenhalt und Verbundenheit. Durga Puja ist auch ein Ereignis, das gute Gelegenheiten bietet, Einblicke in die hinduistische Kultur zu erhalten.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um allen zu danken, die zum Gelingen des diesjährigen Durga Puja Festes beitragen und wünsche Ihnen und allen Besucherinnen und Besuchern ein schönes Fest und viele anregende Begegnungen.

Mike Josef
Oberbürgermeister
der Stadt Frankfurt am Main

In her quest to find
the sky,
somewhere she
forgot
That it's alright not
to want to fly.
Hiding in the twigs
and soaking up the
sun,
holding on to her
fragile sanity and
having some fun.

পুজোর ছুটি

শম্পা মন্ডল

দেখতে দেখতে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব আবার দোরগোড়ায়। এবছর একটা খুব ভালো সমাপতন হয়েছে, পুজোর সময় স্কুলের অটাম ব্রেক (Herbstferien) পড়েছে। আমাদের মত বাবা-মায়েদের, যাদের ছেলে মেয়েরা স্কুলে যায় তাদের জন্য এটা খুব ভালো একটা ব্যাপার। জার্মানির মতো দেশে তো আর পুজোর ছুটি পড়ে না, আবার স্কুলে যেতেই হবে। তাই এই ছোট্ট এক সপ্তাহের অটাম ব্রেক টা আশীর্বাদের মতো। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে স্কুলে যাবার তাড়া আর হোম ওয়ার্কের ঝামেলা ছাড়া পুজোটা উপভোগ করা যাবে এই আশাটা অন্তত থাকে।

আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ল। আজ থেকে প্রায় আঠাশ/ তিরিশ বছর আগের কথা। একটানা এক মাস পুজোর ছুটি থাকতো স্কুলে। ছুটি শুরু হতো দুর্গাপুজোর দু একদিন আগে থেকে, আর শেষ হতো লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো পেরিয়ে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দু একদিন পরে।

তখন ক্লাস সিক্স বা সেভেনে পড়ি। পুজোর ছুটিতে আমি আর ভাই মায়ের সঙ্গে যথারীতি আবার মামা বাড়িতে। আমাদের মত মামা বাড়িতে ছুটি কাটাতে আসা অন্যান্য মাসতুতো ভাই বোন এবং মামাতো ভাইবোনদের সবাইকে মিলে একটা সাত আট জনের ছোটদের দল তৈরী হয়ে গেল।

বয়স সবার ওই - আট নয় থেকে বারো তেরো বছরের মধ্যে। কমবেশি সবারই একটু একটু করে ডানা গজাচ্ছে। বাড়ির থেকে বাড়ির বাইরে গল্প গুজব, আড্ডা, ঘোরাফেরা করতে এখন বেশি ভালো লাগে। অষ্টমী, নবমী, দশমী এই তিন দিন আমরা বাধ্য ছেলে মেয়ের মত যে যার নিজের বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে সন্ধিপূজা দেখতে বা ঠাকুর দেখতে বেরোতাম। কিন্তু অন্যান্য দিনগুলো আমাদের ছোটদের দল অ্যাডভেঞ্চার এ ব্যস্ত থাকতাম। হয়তো দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়-স্বজন বেড়াতে এসেছেন, তাঁদেরও আমাদের সমবয়সী ছেলেমেয়ে আছে, তাদের কেও নিজেদের দলে টেনে দল ভারী করতাম। স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে পাশাপাশি গ্রাম গুলো ঘোরাতাম, কিছুটা দূরের পাহাড়ে নিয়ে যেতাম বেড়াতে, সব থেকে দূরের পুকুরটা দেখাতে নিয়ে যেতাম, অনেক দূরের নদী দেখাতে নিয়ে যেতাম। এসবই ছিল আমাদের অ্যাডভেঞ্চার। এই যে দলে বড় কেউ নেই, নিজেরাই স্বাধীনভাবে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছি নিজেদের মতো করে জীবনে প্রথমবার, তাই মজা পেয়েছিলাম প্রচুর। একদিন বিকেলে আমরা পাহাড় দেখতে বেরোলাম। পাহাড় মানে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া বা পুরুলিয়ার অযোধ্যার মতো ওরকম বিখ্যাত বা বড় কিছু নয়। মামা বাড়ির গ্রাম থেকে পশ্চিম দিকে লাল মাটির রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা হেঁটে গেলে একটা ছোট্ট পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়। ধানক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে আরো কিছুটা হেঁটে গেলে সেই পাহাড়ের তলায় পৌঁছানো যায়।

পাহাড়ের তলায় বাগানের পর বাগান গুটি পোকার চাষ হচ্ছে। এগুলো থেকে রেশম সুতো তৈরি হয়। একটা লাল মাটির রাস্তা, এঁকে বেঁকে অনেক দূরে চলে গেছে পাহাড়টার পাশ দিয়ে। একটা সময় পাহাড়ের গায়ে প্রচুর গাছ লাগানো ছিল। গ্রামের গরীব দুঃখীরা কবে সেই সব গাছ কেটে নিয়ে চলে গেছে। ওই রাস্তায় দাঁড়িয়ে এখন পাহাড়ের চূড়োটা স্পষ্ট দেখা যায়। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম পাহাড়ের ওপরে উঠতেই হবে। সকলেই একপায়ে খাড়া। কেউ কেউ সঙ্গে সঙ্গে দৌড় লাগালো পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরের দিকে। কিছুক্ষণ পরে সবাই হাঁপিয়ে উঠলাম। একটু বসে রেস্ট নিয়ে আবার উঠতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ উঠছি, আবার বসে কিছুক্ষণ রেস্ট নিচ্ছি এরকম দু-তিনবার করবার পরে পাহাড়ের চূড়ায় পৌছালাম।

একদম ওপরের জায়গাটা একটু সমতলের মত। আমরা সবাই সেখানে আনন্দে লাফালাফি শুরু করে দিলাম। হঠাৎ আমাদের মধ্যে একজন লক্ষ্য করল এক পাশ থেকে একটা বেশ বড়সড়ো সাপ অবাক হয়ে আমাদের দেখছে। হয়তো এই জায়গাটা সাপটার টেরিটরি। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই সাত আট টা কম বয়সী ছেলেমেয়ে সেখানে ধেই ধেই করে নাচ করছে। সাপটা হয়তো বা কিছুক্ষণের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল তার সাম্রাজ্য হাতছাড়া হয়ে গেল কিনা এই ভেবে। যে দেখেছিল সে ভয়ে "সাপ সাপ" বলে তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাগলো। বাকিরা সকলে "কোথায়? কোথায় ?" বলে একটা বিশাল সোরোগোল তুলে ফেললাম। তাতে সাপটা ভয় পেয়ে আমাদেরকে পশ্চাৎ প্রদর্শন করে পালাতে শুরু করল। এই দেখে আমাদের মধ্যে সবথেকে ডাকাবুকো যে ছেলে সে " আরে এ সাপ তো ভয় পায়, এ মনে হয় ঢোঁড়া সাপ " এইসব বলতে বলতে দৌড়ে গিয়ে সাপটার লেজ ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। আমরা যারা ভয় পেয়েছিলাম, তারা "ছেড়ে দে ভাই, টানাটানি করিস না, কামড়ে দেবে" বলে প্রায় কান্নাকাটি শুরু করলাম। সাপটা ছাড়া পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে সড়সড় করে নিচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ওপরে কয়েকটা পাথর ছিল যেগুলোর ওপরে দিব্যি বসা যায়। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই সব পাথরের ওপরে বসে গল্প গুজব শুরু করে দিল। আমি ভালো করে চারপাশটা তাকালাম। চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। এক দিকে দিগন্ত বিস্তৃত ধানক্ষেত। ক্ষেতগুলো সবুজ কচি ধানে ভরে আছে। অনেক দূরে খাতড়া শহর দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের একদম নীচে একপাশে একটা আদিবাসী গ্রাম। গ্রামটা গাছে গাছে ঢেকে আছে, একপাশে একটা ছোট্ট পুকুর। দূরে দেখতে পাচ্ছি সুন্দরী মুকুটমণিপুর যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পাহাড়ের আর এক পাশে সেই গুটি পোকা চাষের বাগান গুলো। আরেক দিকে তাকিয়ে মন অপূর্ব আনন্দে ভরে গেল। অনেক দূরে কয়েকটা পাহাড়ের সারি। সেই পাহাড়ের সারির ওপারে লাল সূর্যটা একটা মস্ত বড় সিঁদুরের টিপ এর মত আস্তে আস্তে করে অস্ত যাচ্ছে। কি যে অপূর্ব সুন্দর সেই দৃশ্য! মনে হলো এর থেকে সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীতে আর হয় না।
অস্তগামী সূর্যের লাল আভা আমাদের সবার চোখে মুখে। নির্মল আনন্দে ভরা সেই মুখগুলো আনন্দে, খুশীতে ঝলমল করছে।
আমরা খুব তাড়াতাড়ি নেমে গেছিলাম পাহাড় থেকে, কারণ বাড়ি ফিরতে হবে অন্ধকার হবার আগে।
সেই বারের পূজোর ছুটিতে বা তারপরেও বেশ কয়েকবার ওই পাহাড়ে চড়ার সৌভাগ্য হয়েছে।
কিন্তু প্রথমবারের মতো অত সুন্দর, অত অনন্য লাগে নি আর কোন বার।

সকলকে শারদীয়া দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানাই।

Hilsanamah

- Kaushik Chatterjee

The year started on a sedate note and then gradually the flow of hilsas increased. Hilsas started to come in from everywhere, from Bangladesh, from Orissa, from Burma, from Digha and so on. Taking advantage of the turmoil in Bangladesh some schools swam across the lower deltas of our dear Bongobhumi and then through the middle and upper reaches of the Padma into the Ganges and India almost unchallenged. Some even did the daring of drifting into Rhino land withstanding the Chini threat.

Prices plummeted. The Hooghly around Kolkata was more of hilsa and less of water. It was so full of fish with almost no passage way for those age old shabby looking launches that my cousin brother had to postpone his pet project - 'Gonga bokkhe Ilish Utsav - Ilish preparation by Chef from Bangladesh'.

But then when it is good times, bad times are just round the corner, they just knocked on the door and barged in.

On the eastern board we have a daring mass leader who seems to be always restless, mentally and physically, especially to the upscale urbanities who love their evenings of scotch and whisky and the weekends over arts, potery, sahityo, paintings, music and classical songs and movies and theatres. Worthy to mention the leader in own unique ways has made personal presence etched in this space of art and literature.

To the cultured bhodrolok, true to the heart's location, it is all chaos, all nonsense, all gimmicks and deceit, targeted doles for votes. The bhodrolok sitting almost the whole day in the armchair and reading the mouthpiece and having tea and puffing cigarettes, with luchi alur dom as breakfast, and a choice of non-vegs from the basket of hilsa or chicken or mutton for lunch and dinner still believes it was all the best in the 34 year stint, the golden days of yore. Sadly after having planned and executed so much and distributed power to the powerless and hapless as they believe in, hungry stomachs remain hungry, broken roads remain ever so and the heavy manufacturing units and the IT services, the in-thing remain a long lost dream. Even the hilsa were near extinction until Bangladesh stepped in.

And to the cultured newbie analyst it's a fantastic order disorder system which is winning the day against the neo-army of bows and arrows and spears and clubs, year after year, election after election. The great pre-historic army's modern avatar is in total shambles. Truly a sad state of things!

The techies and the nuovo rich after their expensive purchases mostly EMI aided trying to catch the breath over the expenses and industry vacuum remain in fear and confusion on the challenges thrown in by our leader with a smile.

Industry has been substituted by clubs and chanda politics and muscle flexing. And while phucka takes a back seat with no official backing, chop shilpo makes roaring business with each para corner housing one shop. Lastly, health has become wealth for those who cared to get into health as a career choice.

Now whenever some Birodhi pokkho neta/netri after a one night sureli swapne reveals to our revered leader - hey isbar ish deshka Pradhan Mantri - saaf dikhai dera, change anewala, hum sab jo sath sath hain, the entropy level in our leader shoots up like anything, to sky high proportions.

This time around the manifestation was in form of a scrabbled art. The name of the country became the acronym of a new formation. Macher tele mach bhaja goes one Bong poverb and true to its essence, a peculiar name I.N.D.I.A. was conjured up.

It was a bolt from the blue, to laugh or to cry, to be scared or to be defiant, one can just go and on with verbs and adjectives, there won't be any end in sight.

With a sutuation as tight as that it was left to the magical one to enter the playfield. With a high degree of implementation goof ups, I simply loved calling the magical one as Bhombol. My apologies.

Bash Bhombol had enough, cannot remain stumped for long. Ability to survive through thick and has been the forte. And this time decided to play differently.

See Bhombol doesn't always act like the nick name, the way I adoringly call. Gets serious sometimes.

So on orders of Bhombol it seems the Bangladeshi hilsa started a reverse march and gradually went back to their mother land. Meanwhile the Hooghly once again became full of water. My cousin brother happily executed his pet project with a lot of fanfare and shor.

A hyper active Bhombol had more tricks up the sleeve. It seems a deadly snake was released in the Digha sea waters. From where it was got hold of nobody knows, maybe during one of the numerous foreign trips, or as per the ninduks, maybe got one with the Chetas as a buy one get one free option.

But low, Bhombol did not stop at that but completed a triple surgical strike across various states and regions. For this FB immediately awarded a display badge which was promptly and proudly put up, info courtesy both die-hard supporters and ninduks, the way they see it. End game Bhombol wins hands down with the international recognition thrown in even on social media.

Bhombol then got some CAG report released, some say stealthily leaked, again some say a reverse surgical strike by the charged up new formation Opposition binded together by our eastern revered leader to get even on the Sarkar of the elites and expose the hidden deep rooted corruption.

Our genteel Rail Mantri, was cooling his heels after the three way disaster of steel, iron, wheels, electricity, poles, and above all human flesh, dead or wrenching in pain. Then the smart one he is, the learned and the

educated, started smarting on the new German look alike semi high speed slick trains, and then comes this stupid leaked report, some insider job or some made up maligning efforts?

Chankyas say never tinker the genteel, the genteel gentleman got so peeved on such falsification of facts that he directed his own and Koltata's neighbour state to stop hilsa flowing to Kolkata markets. Paradeep would henceforth focus on its core business of handling ports and ships. No more side competencies involving deeps seas, catching hilsas and exporting. Let them roam as a free bird afterall they are God's creature. No more stuffing the Bengali stomach with their flesh and oil. Oh the nirmom Bengalis! What a relief! Sweet revenge by God's grace, a sweet goal scored over our sweet Rasogolla losing out. Let them make movies, and have Rasogollas without mouth watering hilsas. A revenge has to be sweet enough and not bitter, then only its ever lasting with a conquerors sweet feeling.

So, so far Bhombol wins the day once again, afterall a master at surgical strikes with first hand experience.

Some cards were still up the sleeves which the Bongo sontan initially could not fathom but drew a clear picture after some late-night parleys and hobnobbing with his left leaning friends, late into the night over scotch and whiskey where Chandrayans got a rebrith and Chandrayan 4 was born.

God knows as a Mukhyo Mantri whatall was collaborated with Chini bhais other than a topsy turvy exim policy on trades. Our God of wealth and the Fag of Spring now gets imported! Such is the skill set, the magical powers of Bhombol. So it was child's play for Bhombol to unleash terror in the Bengal fish market. This was done with huge quantities of Gujarati hilsa flooding every corner of a hilsa starved Bengal, all big in size with no taste and looking like hilsa but not feeling like it. The rest of the hilsa fests all went for a toss. Business and employment in the seasonal food sector seemed to die a sudden death.

But two people won that day - an early bird, sujog sondhani, smiling all the way, my cousin brother,

and our Bhombol, wins another day

So it is a dry season out there in Bengal notwithstanding the occasional heavy downpour.

Though not a dry state by any figment of imagination, unlike Gujarat, Bengal has been left truly high and dry.

The deep Analysis -

As I see it, notwithstanding caffeine and nicotine, actually it all boils down to tea - chaey - the milk chaey combo with dollops of sugar thrown it, it gives you strength, it keeps you fit, it makes you agile, it helps your brain to function better. Chaey is a deadly stuff if used properly - be it in preparation, selling or drinking, it just unleashes you sans any restraints.

So our leader could not jhelofy this multi pronged venomous attack and that too on Bong's favorite hilsa right in the hilsa season itself. To halkafy, the country of bull fights seemed a good gateway.

New and further developments on this important hilsa matter -

Latest to be heard from rumor mongers, the leader has called for truce, could not bear the non-hilsa taste anymore, would meet Bhombol and thrash out things, just hope just like industry asche, there is no trashing of proper non-Gujarati hilsa.

Latest er o latest ....

Once again Bangladeshi hilsa has started trickling in.

So make the most before the hilsa season is gone for good this year.

Some further Analysis -

Chaey and Chop remains a unique combo, most Bong households salivate in the monsoon evenings, phuchkas, a sure way to a Bong Lady's heart gets the short shrift....don't be morose, arey this is just this one hilsa season of politics....and you cook too well all the hilsa varieties...so please dear...with I.N.D.I.A. vs Hilsa war over, Madam, would get you baskets of fresh catches be it Ganga or Padma sharp tomorrow morning ...it's a promise in our leaders' name...

Modi hai toh mumkin hai

ar Didi ache, khela hobe, surely....

With due respect and apologies, with no intention of hurting any sentiments that was a fun take based on recent incidents, on two of my adorable and lovable leaders both striving in their own way to make us proud and self-reliant....

Jai Bharat, Jai India, Jai Hind

Programm des Durgapujafestes 2023

Saalbau Gallus, Frankenallee 111, 60326 Frankfurt am Main

Durga Puja Tag 1

18 Uhr : Begrüßung. Frau Nandita Chanda, Präsident
Mangalacharan: Hymnen für Göttin Durga
Puja(Anbetung): Kalparambha, Akalbodhan,
Amantran u. Adhivas

Maha
Shashthi
20.Oktober
Freitag

Durga Puja Tag 2

11 Uhr : Puja (Anbetung), Arati uzw.
13 Uhr : Anjali (Anbetung mit Blumenopfer)
18 Uhr : Sandhyarati(abendliche Weihrauchzeremonie)
Grüßwort: Herr Dr. Amit Telang, Hon. Indischer
Generalconsul, Frankfurt am Main,
19 Uhr : Kulturelles Programmm

Maha
Saptami
21. Oktober
Samstag

Durga Puja Tag 3

11 Uhr : Puja (Anbetung), Arati uzw.
13 Uhr : Anjali (Anbetung mit Blumenopfer)
18 Uhr : Sandhipuja und Sandhyarati(abendliche
Weihrauchzeremonie)
19 Uhr: Kulturelles Programm

Maha
Ashtami
22. Oktober
Sonntag

Durga Puja Tag 4

11 Uhr : Puja (Anbetung), Arati uzw.
13 Uhr : Anjali (Anbetung mit Blumenopfer)
18 Uhr : Sandhyarati(abendliche
Weihrauchzeremonie)
19 Uhr : Kulturelles Programm

Maha
Nabami
22. Oktober
Montag

Durga Puja Tag 5

16 Uhr : Dasamipuja (Abschiedsgebet), Sindoor khela
(Farbenspiel), Shanti jal (Weihwasser)
19 Uhr : Kulturelles Programm

Maha
Dasami
05. Oktober
Dienstag

Die gesamte Leitung des Pujas: Shree Bijoy Chakraborty

শ্রীশ্রী ৺ দুর্গাপূজা ১৪৩০ বঙ্গাব্দের সময় ও নির্ঘন্ট অনুষ্ঠানসূচী

স্থানঃ সালবাউ গালুস, ফ্রানকেনআলী ১১১, ফ্রাঙ্কফুর্ট ৬০৩২৬ / মাইন।

দুর্গাপূজা দিবস ১

সন্ধ্যা ১৯ ঘ: স্বাগতসম্ভাষণ শুভদ্বোধন -শ্রীমতি নন্দিতা চন্দ(সভাপতি)
মঙ্গলাচরণ, ষষ্ঠী পূজারম্ভ- কল্পারম্ভ, অকালবোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

মহাষষ্ঠী
শুক্রবার
২০ অক্টোবর

দুর্গাপূজা দিবস ২

১০ ঘ: পূজারম্ভ: নবপত্রিকা, মহাস্নান, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, ভোগ আরতি।
১২ ঘ: পুষ্পাঞ্জলি।
১৮ ঘ: সন্ধ্যারতি।
১৯ ঘ: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মহাসপ্তমী
শনিবার
২১ অক্টোবর

দুর্গাপূজা দিবস ৩

১০ ঘ: পূজা মহাস্নান, ৬৪ যোগিনী ও এক ক্রোড় যোগিনী পূজা
নবদুর্গা পূজা, ভোগ আরতি।
১২ ঘ: পুষ্পাঞ্জলি।
১৮ ঘ: সন্ধ্যা পূজা ও সন্ধ্যারতি।
১৯ ঘ: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মহাষ্টমী
রবিবার
২২ অক্টোবর

দুর্গাপূজা দিবস ৪

১০ ঘ: পূজা মহাস্নান।
১২ ঘ: কুষ্মান্ড বলিদান, নবমী হোম অঞ্জলি।
১৮ ঘ: সন্ধ্যারতি।
১৯ ঘ: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মহানবমী
সোমবার
২৩ অক্টোবর

দুর্গাপূজা দিবস ৫

১৬ ঘ: দশমী পূজা, বরণ ও বিসর্জন, অপরাজিতা পূজা সিন্দুর
খেলা ও শান্তিজল।
১৯ ঘ: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিজয়া দশমী
মঙ্গলবার
২৪ অক্টোবর

সমগ্র পূজা-পর্বের প্রধান পৌরহিত্যে: শ্রী বিজয় চক্রবর্তী।

নিঃসঙ্গতা
****

রাত জেগে কী কথা কও
কোন ব্যথা বও
কোন স্রোতে ভেসে তুমি স্থির হয়ে রও!!
আমার দুচোখ আজ ঘুম দিয়ে ঢাকা
নীল নীল স্বপ্ন সে দেখে আঁকা বাঁকা
তুমিও কী ডুব দাও সেই সরোবরে
হাত দুটো ধরে নাও মুঠোর ভেতরে....
অতল সমুদ্রে তুমি কার স্মৃতি খুঁজো
আমি খুঁজি তোমাকেই
যদি পাই স্বপ্নের ভালবাসার খুঁজ ও!!

তাপসী

অন্তহীন
****

রেললাইন ঘেঁসে দিগন্ত জুড়া সর্ষে মাঠে
সন্ধ্যের শূন্যতা নামে
কোথাও কেউ নেই ।ভারাক্রান্ত আকাশ
কষ্টের লালিমা ঢেলে দেয় অবলীলায় ......
আরও একটু অন্ধকার, আরও একটু অবসাদ!
রাত্রি যেন কড়া নাড়ে দ্বারে
সময় ফুরোয়, গাছগুলো ঘন হতে হতে
বিকট কালো গাঢ় সবুজ বেদনায় ঢেকে যায়
যেন।
এ কোন শূন্যতা গ্রাস করে বয়ে যাওয়া নদীর
ভরা যৌবনকে!
ট্রেন ছুটে চলে উদ্দাম উল্লাসে,শহরের বুক চিড়ে
গ্রামের গর্ভে!
সর্ষের মাঠ বোকা দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয় ......
বুকে আগলে রাখে নিকষ কালো অন্ধকার ......
কখন আসবে আগুন রঙা সূর্য!!

তাপসী
(২৫শে সেপ্টেম্বর, ট্রেন যাত্রায়)

CONDOLENCES

The day was Sunday, a few weeks back. It was evening time. I was at a gala wedding reception in the heart of old Kolkata. It was of old time Bong industrialists. One can rightfully say the last of 'them'.

I managed a place at a corner table with the adjacent seat lying vacant. It seemed a family has occupied the other seats and were at peace with me as an intruder.

As I started to have my starters, I heard a familiar name - Prabal da. Yes, that family was quite ecstatic about Prabal da. Some said he is supposed to come and attend the reception, some said he is on his way, while others claimed his arrival and a few were confident of having spotted him as well.

As I completed my first course and stood in the queue and had a glance at the spot vacated by me in a hope that it remained unoccupied, I found a septuagenarian gentleman seated next to the seat vacated by me. I thought in my mind that this must be the Probal da they were talking about.

As I stood in the slow-moving queue, I somehow felt the need to check my phone. I saw a missed call in WA. Initially it did not interest me. But then after a few minutes I checked again and found the missed call to be from Germany, from a friend of mine. I thought for a moment what could be the reason, at this evening hour? As I opened the message section I read the dreaded news - Prabal da is no more.

I stood frozen for a few seconds. Looked towards the Probal da seated with a plate of starters all hale and hearty as it seemed from a distance and of someone unknown. And then reflected on the one I knew, I had worked with, had a bonding, and had loved, a departed soul free from the bonding of mother earth. Such is the irony of life.

As I quit the queue and put my plate down, I reminisced of the days gone by contrasting with another loss and of another unfinished redemption.

Prabal da was some character and had some purpose of life. Married into a German family and yet had the Indianness and the Bengali culture ingrained in the self and proudly held it close to heart. It was as if he wore it on his sleeves.

First a Lieutenant and then a Captain, he seemed to be carrying the Orient on his shoulders. Age didn't matter to him neither did the bouts of health issues.

Be it the Pujas especially Durga Puja or celebration of Tagore and Nazrul or welcoming the Bengali New Year or the Christmas times merry making interspersed with skits, songs, dances, recitals, shlokas, you just name it, Prabal da was into all of it and with energy exhibiting that of a young Turk.

He gave the feeling and warmth of home away from home to all of us. It took care of any loneliness or homesick feelings out here in a foreign land.

The routine with which he used to preside over our religious and cultural festivals made me often to joke that Prabal da has a big note book with the schedule for years written in it and he just ticks off as soon as one gets over.

Though of our father's age, overall, it was fun working with him, as the sporting person he was.

Last year in October I met him for the last time. He was not that well and was recuperating from his health issues and medication.

Never thought that would be my last visit and last meeting. Never imagined that the end was so near.

Would miss him, quite a central figure for us.

My visits to Frankfurt won't be the same again.

Rest in Peace Probal da. Let eternity embrace you with outstretched arms.

My pranams.

Kaushik Chatterjee, 31-March-2023, Kolkata

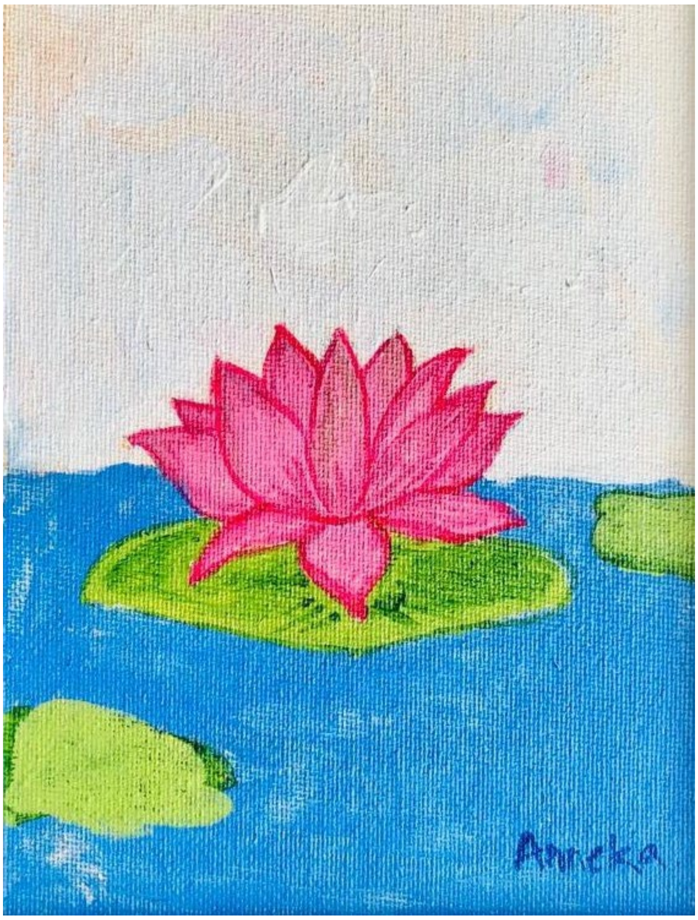

Oil Paintings by Anneka Ray.

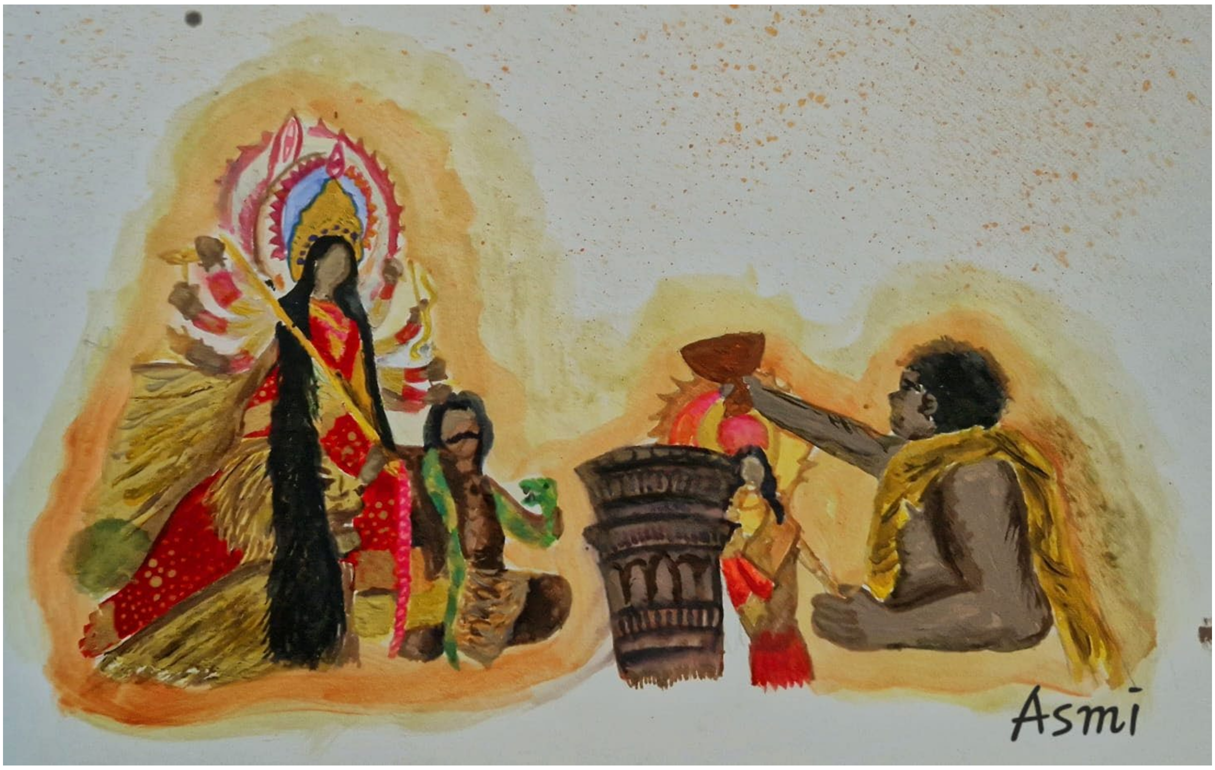

Durga Puja by Asmi Dutta Choudhury.

দুর্গা পূজার শারদ শুভেচ্ছা !

May this Durga Puja bring happiness to you and fill your life with joy and prosperity.
Rhein Main Bengali Cultural Association e.V. Frankfurt am Main wishes you a happy Durga Puja!

Durga Puja 2023 – Cultural Program Rehearsals in full swing.

Unseren Sponsoren die es uns ermöglicht unser großes Durga Puja Fest zu feiern.

Jaffna Bazar
Kaiserstraße 49
60329 Frankfurt am Main
+49 69 25626353

The Signature
Fango Food .com
of Quality
fangofood.com
+49 1590 672 8964

PREET JEWELERS
Kaiserstraße 55
60329 Frankfurt am Main
+49 69 24248083

BOBBY´S TRAVEL REISEBÜRO
Weserstraße 16
60329 Frankfurt am Main
+49 69 24277700

7Days Kiosk & Supermarkt
Moselstraße 1
60329 Frankfurt am Main
+49 69 235716

In Gedenken

In liebevollem Gedenken an Herrn Prabal Kanti Dey, der uns vor kurzem verlassen hat. Herr Prabal Kanti Dey war nicht nur ein geschätztes Mitglied unserer Organisation, sondern auch der ehemalige Präsident unseres Clubs.

Für 40 Jahre hat er selbstlos seine Zeit, Energie und sein unermüdliches Engagement für unseren Club eingesetzt. Sein Engagement war nicht nur eine Verpflichtung sondern eine Verkörperung seiner Leidenschaft für unsere Organisation. Er wird für immer ein Teil der Geschichte unseres Clubs bleiben und eine Inspiration für die kommende Generationen sein.
Sie wird immer in unseren Erinnerungen Bestand haben
Rhein Main Bengali Cultural Association e.V.

Wir haben eine äußerst traurige Nachricht zu verkünden. Eines unserer Mitglieder und ehemaliges Vorstandsmitglied hat uns in dieser Woche verlassen. Er hat lange Zeit unter einer schweren Krankheit gelitten, jedoch hat er leider den Kampf zu früh verloren. Während wir uns von unserem geschätzten Freund verabschieden, versammeln wir uns, um seine Erinnerung und den Einfluss, den er hinterlassen hat, zu ehren. Unsere Gedanken und aufrichtigen Beileidsbekundungen gehen in dieser Zeit zu seiner Familie und seinen Freunden. Wir sind zutiefst betroffen vom Verlust und beten, dass seine Seele in Frieden ruhen möge.

Ohne Gewähr (Disclaimer): Die Rhein Main Bengali Cultural Association e.V. hat die eingesandten Artikel nach bestem Wissen und Gewissen reproduziert. Für die Authentizität und Originalität des Inhalts sind die jeweiligen Autoren verantwortlich.

Haftungsausschluss: Sämtliche Inhalte und Grafiken dieser Broschüre sind urheberrechtlich geschützt. Weitergabe, Kopien oder Veröffentlichung der Inhalte auf anderen Medien ist nur mit schriftlicher genehmigung des Autors gestattet. Bei Missbrauch wird der Autor ohne Vorankündigung rechtliche Schritte einleiten.

দায় অস্বীকার : রাইন মাইন বেঙ্গলী কালচারাল এসোসিয়েশন ই ভি এই রচনাগুলি সরল বিশ্বাসে প্রকাশ করিয়াছে। এই রচনাগুলির মৌলিকত্ব এবং স্বকীয়তার দায়বদ্ধ তা সকল রচয়িতার।

কপিরাইট: এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিষয়বস্তু এবং অলংকরণ কপিরাইট দ্বারা সুরক্ষিত। বিষয়বস্তুর প্রকাশ , বা অনুকরণে লেখকের লিখিত অনুমতির প্রয়োজন। অন্যথায় লেখক নোটিশ ছাড়াই আইনি পদক্ষেপ নিতে পারেন।

Der Vorstand der Rhein Main Bengali Cultural Association e.V.

Name + Anschrift/Address		**Role**
Frau Nandita Chanda Max-Planck Straße 14B 61381 Friedrichdorf Tel. 06172-71282		Vorsizenderin/President
Herr Koushik Bhattacharjee Eugen-Kaufmann-Str. 2a 60438 Frankfurt am Main Tel. +49 176 84450320		Stellv. Vorsitzender / Vice- President
Dr. Nirupam Purkayastha Zur Zuckerfabrik 4, 61169 Friedberg Ph No. +49 152 01319678		Geschäftsführer / General Secretary
Frau Roopa Bhattacharya Rommerstrasse 12a, Pfaffenwiesbach 61273 Weirheim Ph No. +49 160 4953155		Kultursekretärin / Cultural Secretary
Herr Subhojit Mukherjee Franz-Diehl-Weg 16 65934 Frankfurt Am Main Tel. 069- 90755036		Kassenwart/Treasurer

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern, Freunden und Bekannten ein frohes DurgaPuja-Fest 2023.

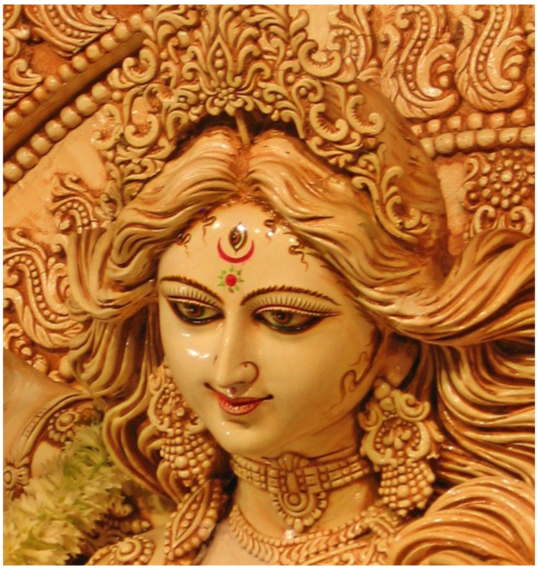

Rhein Main Bengali Cultural Association e.V

Postfach 700836

60594 Frankfurt am Main

Email: rmbca.ffm@gmail.com

Website : https://www.frankfurtpuja.org/

Bankverbindung/Spendenkonto :

Postgiroamt Frankfurt am Main,

Konto Nr. : 70592604, BLZ: 50010060

IBAN DE65 5001 0060 0070 5926 04

Danksagung für Mitwirkung an:

Durgapuja Fest Broschüre 2023

Titelbildzeichnung : Herr Dr. Nirupam Purkayastha.

Layout, Design und Gestaltung: Alle Mitglieder, die für die Broschüre beigetragen haben.

RMBCA Website : Herr Dr. Nirupam Purkayastha

Wir bedanken uns ganz herzlich im Namen unserer Mitglieder und des Vorstandes für die ausgewöhnliche Unterstützung und Förderung durch Spenden, Anzeigen für unseren RMBCA e. V., bei den ***Consulate General Of India*** und alle anderen Sponsoren sowie unsere Mitglieder, die es uns ermöglicht unser großes Durga Puja Fest zu feiern..

Ein besonderen Dank geht an Herr Bimal Roy, der uns jeder Hinsicht unterstützt.